

প্রশ্ন

আমি একটি অধার্মিক পরিবারে বাস করছি। পরিবার আমাকে নপীড়ন করে, আমার সাথে বদ্বিরূপ করে। আলহামদু লিল্লাহ; আমি সুননাহকে আঁকড়ে ধরে আছি। আমার পতি বিশ্বাস করেন: 'যে হাদিসগুলো কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে এমন বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করে, যমেন নামায; সে হাদিসগুলো অনুসরণ করা আবশ্যিক। আর যে হাদিসগুলো এমন কোন বিষয় উল্লেখ করে যা কুরআনে নেই, যমেন- বগোনা নারীর সাথে মুসাফাহা করা; সেগুলো অনুসরণ করা আবশ্যিক নয়।' তাঁর আরও কিছু বিশ্বাস আছে। আমি জানি যে, পতিমাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজবি। আমার জন্যে কি আমার পতির পছিন্দে নামায আদায় করা জায়যে হবে? যদি উত্তর না-সূচক হয় তাহলে আমার জন্যে কি এটা জায়যে হবে যে, আমি তাঁর সাথে নামায পড়ার ভান করব; যাতনে করে আমি তাঁর ক্রোধের কারণ না হই এবং পরবর্তীতে আমি পুনরায় নামায পড়তে নবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রশ্নকারী ভাই যে অবস্থায় আছেন আসলেই সেটা এক কঠিন পরিস্থিতি। একজন মুমিনের জন্য এমন পতির সাথে বসবাস করা সহজ নয় যার মাঝে সঠিক মানহাজ থেকে, আহলে সুননাহ ওয়াল জামাআতের পদ্ধতি থেকে বচিযুতি ও স্থলন রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলিম সওয়াবপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করবেন। এমন পতির ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা, কামলভাবে তাঁকে নসহিত করার মাধ্যমে নকী পাওয়ার আশা করবেন। পতির উপর ছেলেরে উদ্ভূত প্রকাশ পায় না কিংবা বাবার সম্মানহানি ঘটবে না এমন উপযুক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করে সঠিক বিষয়টি জানানোর মাধ্যমে সওয়াব অর্জনের আশা করবেন; যে পন্থায় বাবা অনুভব করবে যে, এটি পতিত্বের স্বীকৃতিদানকারী, পতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনকারী, সহানুভূতশীল সন্তানের উপদশে। ঠিক যমেনটা ইব্রাহিমি আলাইহিসি সালাম কর্তৃক তাঁর পতিকে দাওয়াত দানকালে ঘটছিলি। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর স্মরণ করুন এ কতিবে ইব্রাহীমকে; তিনি তো ছিলেন সদিদীক (সত্যনিষ্ঠ) ও নবী। যখন তিনি তার পতিকে বললেন: আব্বু, আপনি এমন জনিসিরে উপাসনা করেন কেন, যে জনিসি শুনবে না, দেখবে না এবং আপনার কোন উপকারই করে না? আব্বু! নিশ্চয় আমার কাছে এমন ইল্ম এসছে যে আপনি আমার কাছে আসেনি। কাজেই আমার অনুসরণ করুন; আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব। আব্বু! শয়তানের উপাসনা করবেন না। নিশ্চয় শয়তান 'আররহমান'-এর চরম অবাধ্য। আব্বু! নিশ্চয় আমি আশংকা করছি যে, আপনাকে আর-রহমানের পক্ষ থেকে শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন আপনি শয়তানের সঙ্গি হয়ে পড়বেন। (পতি বলল) হে ইব্রাহিমি! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বমিখ? যদি তুমি নিবিত্ত না হও তবে অবশ্যই আমি প্রস্তুতরাঘাতে



তোমার প্রাণ নাশ করব; আর তুমি চরিতরে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাও।"[সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪১-৪৭]

ইব্রাহিম আল্লাইহিসি সালাম পতিকে ডাকার সবচয়ে কমেল শব্দটি ব্যবহার করে বলছেন: يَا أَبَتِ (আব্বু)। তিনি বলেননি যে, আমি আলমে; আপনি জাহলে। বরং তিনি বলছেন: "নিশ্চয় আমার কাছে এমন ইল্ম এসছে যে আপনার কাছে আসেনি"। পতির প্রতি তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন এবং তাঁর নরিপত্তার ব্যাপারে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বলছেন: "আব্বু! নিশ্চয় আমি আশংকা করছি যে, আপনাকে আর-রহমানের পক্ষ থেকে শাস্তি স্পর্শ করবে"। যখন তাঁর পতি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে প্রস্তুতরাঘাতে হত্যার হুমকি দিল তখন ইব্রাহিম আল্লাইহিসি সালাম আর কথা না বাড়িয়ে সর্বাত্মক শিষ্টিচার বজায় রেখে বললেন: আপনার প্রতি শান্তি বর্ষতি হোক এবং বললেন যে, তার জন্য তিনি ক্ষমা চাইবেন।

পতিদের প্রতি নিকেকার সন্তানদের দাওয়াত এমনই হওয়া উচিত।

জনে রাখুন, হাদিসি অস্বীকার করা কথিবা কছি হাদিসি অস্বীকার করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। এ বিষয়ে বিস্তারিত অন্য কোন স্থানে আমরা আলোচনা করব; ইনশা আল্লাহ। এখানে আমরা সংক্ষেপে বলতে চাই: আপনার পতির বদিতটি যদি তাকে ইসলাম থেকে খারজি করে দেয়ার পর্যায়ে হয়; যমেন তিনি চূড়ান্তভাবে হাদিসিকে অস্বীকার করেন, তার সামনে প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে; কিন্তু তিনি হক্বকে অস্বীকার করছেন; তাহলে তার কুফরীর কারণে তার পছিনে আপনার নামায় পড়া জায়যে হবে না। আর যদি আপনার পতির বদিত কুফরীর পর্যায়ে না হয়; যমেন অবহলো ও কসুরবশতঃ হাদিসি যে আমলের কথা এসছে সেটা না মানেন; সক্ষেত্রে তার পছিনে নামায় পড়া আপনার জন্য জায়যে হবে এবং আপনার নামায় সহহি হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

সংযোজনী: এ প্রশ্নের ব্যাপারে শাইখ উছাইমীন (রহঃ) থেকে নমিনোক্ত জবাব এসছে:

হাদিসি অস্বীকার করা হতে পারে অপব্যখ্যামূলক কথিবা অবশ্বাসমূলক। অবশ্বাসমূলক এভাবে যে, সে ব্যক্তি বললে: আমি জানি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলছেন। কিন্তু আমি সেটাকে অস্বীকার করি ও মানি না। যদি এ ধরণে অস্বীকার হয় তাহলে সে ব্যক্তি কাফরে মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী); এমন ব্যক্তির পছিনে নামায় পড়া জায়যে হবে না।

আর যদি তার অস্বীকার করাটা অপব্যখ্যা নরিভর হয়; তাহলে দেখতে হবে: যদি (আরবী) ভাষার আলোকে এমন ব্যখ্যা করার অবকাশ থাকে এবং সে ব্যক্তি শরয়িতরে উৎসসমূহ ও মূলভিত্তিগুলোর জ্ঞান রাখনে তাহলে তাকে কাফরে গণ্য করা যাবে না; বরং তার অভিমতি বদিত হলে তাকে বদিতীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। তার পছিনে নামায় পড়া যাবে; যদি না তার পছিনে নামায় না পড়ার মধ্যে কোন কল্যাণের দকি থাকে; যমেন সে ব্যক্তি পছি হটে এসে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় চিন্তা করা; সক্ষেত্রে তার পছিনে নামায় না পড়া।



আপনার পতির অবস্থা হচ্ছে তিনি হাদিসেরে কিছু অংশকে স্বীকার করেন; যে অংশটি কুরআনের সাথে সঙ্গতপূর্ণ ও কুরআনের ব্যাখ্যামূলক। অন্যদিকে তিনি হাদিসেরে অপর একটি অংশকে অস্বীকার করেন যাতো রয়েছে কুরআনের অতিরিক্ত কিছু। এ ধরণে বদিত মারাত্মক বদিত হিসেবে গণ্য; শরয়িতপ্রণেতা যে বদিতেরে ব্যাপারে শাস্তরি হুমকি দিয়েছেন। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে: "আমি তোমাদের কাউকে তার গদরি উপর উপবষ্টি পাব না..."।

এটি একটি জঘন্য বদিত; এমন বদিতকারীর ব্যাপারে আশংকা হয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।